R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSI—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (ভাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৫ সাল। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের দাবীতে ফরাক্কা ব্যারেজে বন্‌ধ

ফরাক্কা : গত ২০ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বিধায়কের পরিচালনায় বি জে পি বাদে সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রে ব্যারেজ অফিস চত্বরে বন্‌ধ পালন করেন। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গঙ্গার পার বাঁধার কাজে অযথা ঢিলেমি করছেন এই অভিযোগে বন্‌ধ ডাকা হয় বলে জনৈক প্রতিনিধি জানান। তাঁরা দাবী করেন, কালবিলম্ব না করে অর্জুনপুর থেকে গঙ্গার পার বাঁধানোর কাজ শুরু করতে হবে। সকাল থেকে আন্দোলনকারীরা প্রতিটি রাস্তার মুখে জমায়েত হয়ে ব্যারেজ কর্মীদের অফিসে আসার পথ অবরোধ করেন। ফলে ব্যারেজের সবকটি বিভাগে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরেড্ডি গত ২২ নভেম্বর স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পর প্রকল্পের সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ইউ, এন, বালা জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন। কিন্তু তারপর থেকে কয়েকটি ঘটনায় তিনি বেশ কয়েকবার ঘেরাও হন। সে কারণে কিছুদিন থেকে শ্রীবালা অফিসে আসছেন না। বাঙলোয় বসে অফিস ফাইলে সই বা নোট দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ব্যারেজ প্রশাসনে ঢিলেঢালা ভাব আরও মগ্নভাবে দেখা দিয়েছে এবং সেখানে প্রশাসন বলতে কিছু নাই বলে মনে হচ্ছে।

জঘন্য ইঁট ব্যবহারের প্রতিবাদে সরকারী ভবনের কাজ বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় দেওয়ানী আদালত প্রাঙ্গণে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য করেন জঙ্গিপুর বারের এ্যাডভোকেটরা। প্রকাশ, এই সরকারী ভবনটি নির্মাণের জন্য ব্যয় মঞ্জুর হয় পনের লক্ষ টাকা। বহরমপুরের এক ঠিকাদারী সংস্থা কাজের ভার পান। নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলার মুখে বারে খবর আসে ঠিকাদারী সংস্থা নিকৃষ্ট ইঁট দিয়ে গাঁথনী করছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই এর জন্য গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর বারের এ্যাডভোকেটদের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন ভবন নির্মাণের কাজে 'বুলেট' ছাপ মারা যে ইঁট ব্যবহৃত হচ্ছে তা অল্প দামী এবং অতি নিম্নমানের। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন ও কাজ বন্ধ রাখার দাবী জানান। সম্মিলিত চাপে তখনই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিনই এ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পি ডবলু ডিকে এবং বহরমপুরে উক্ত ঠিকাদারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জরুরী খবর দেওয়া হয়। পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারী এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার ঐ ইঁট পরীক্ষা করে তা বাড়ী তৈরীর অযোগ্য বলে মন্তব্য করেন এবং সমস্ত গাঁথনী ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে ভাল ইঁট দিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করতে বলেন।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় আহত ৩১ মৃত ১

ধুলিয়ান : ২২ ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা নাগাদ চকসাপুরের কাছে সাঁইথিয়া-ফরাক্কা রুটের 'লুনা ট্রাভেলস' (ডবলু জি এইচ ৭৯৩৪) বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, বাসটির মাথায় প্রচুর ভারী মাল ছিল। সেই অবস্থায় অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে বাসটি পালটি খেয়ে রাস্তার নীচে জল ভর্তি খাদে পড়ে যায়। প্রথম ৩১ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে ১৭ জনকে অনুপনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও ৮ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে আনার পর ১ জনের মৃত্যু ঘটে। ৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিকে জঙ্গিপুরের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম (২৮) বলে সনাক্ত করা হয়। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার ও ক্লিনার পলাতক বলে খবর।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বর্তমানে কর্মরত সম্পাদক, মহকুমা তথা জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে (লোহারামবাবু) অল্পকাল রোগভোগের পর গত ১৬ ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০-১৫ মিঃ তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। প্রয়াত শরদিন্দুবাবু বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, লালগোলা এম এম এ্যাকাডেমি, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও গোরাবাজার আই সি ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তা ছাড়াও তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সম্পাদক অথবা সভাপতি, এক সময় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মহকুমা সম্পাদক ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের নানা পদ অলংকৃত করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি বলে কর্মজীবনে তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হয়। তিনি পরাজয় কাকে বলে তা জানতেন না। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ। ১৯৭০ সাল হতে অমৃত্যু তিনি রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিবিধানে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। পরের দিন তাঁর মৃত্যু-সংবাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে এবং সকাল ৯-২০ মিঃ তাঁর মরদেহ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আনা হয় এবং সেখানে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন—সর্বশ্রী সুবোধকুমার ভদ্র—বিদ্যালয়ের সভাপতি, যতীন পাল—সহ-সভাপতি,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৫ সাল

স্বপ্নসুখ

দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলে প্রহরা যেমনই থাকুক না কেন, কিছু লেনদেন কারবার এবং মানুষের যাতায়াত থাকেই। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারদ্বয় তাহা অবহিত থাকিলেও কিছুটা যেন শিথিল মনোভাব পোষণ করেন। তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখা হয়, যেন উভয় দেশের নিরাপত্তা বা অপরাপর স্বার্থ কোনও ক্রমে বিঘ্নিত না হয়। এই যে লেনদেনের কারবার এবং জনযাতায়াত, তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে, প্রান্তবর্তী মানুষজনের পারস্পরিক পরিচিতি এমনই যে, উহা একরকম আত্মীয় সম্পর্ক পর্যায়ের হইয়া পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—এই দুই ভিন রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল অনেকখানি। অবশ্য পরিস্থিতি এমন ছিল না। কালের কুটিল গতিতে ও মানুষের বিচিত্র প্রবৃত্তির বশে একই বঙ্গের অঙ্গ দ্বিধা হইয়াছে। তাই আজ এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলা। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষে মানুষে কত পরিচিতি, কত প্রীতি-সৌহার্দ্যের বিনিময়, যেহেতু তাঁহারা বংশের পর বংশ ধরিয়া মিলিয়া-মিশিয়া সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন। একই মাটি-মায়ের সন্তান বলিয়া নিজেদের ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজ রাজনৈতিকভাবে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্নতার মানসিক প্রস্তুতি তাঁহাদের অনেকেরই নাই, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের মানুষদের। কিন্তু এই বন্ধন কতদিন অটুট থাকিবে কে জানে? কেননা রাজনৈতিক জ্ঞানবৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করিয়াছি। সে ফল ভক্ষণের ফল আমাদের অনেকেরই মধ্যে সদ্য সদ্য ফলিয়াছে; গ্রামের সরল মানুষদের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া অতি ধীরে হইতেছে। যাহা হউক, এই উভয় বাংলার সীমান্ত অঞ্চল দিয়া জিনিসপত্র, মানুষ-জন চলাচল রীতিমত বহাল আছে। নুরপুর, মিঠিপুর, কুতুবপুর, লালগোলা প্রভৃতি স্থান এই হিসাবে উল্লেখ্য। মানুষের তৃতীয় রিপুর তাড়না এই সব অঞ্চলের মানুষকে এই কর্মে আরও ত্বরান্বিত করিয়াছে। তাই আজ অবৈধ মাল চলাচল এবং মানুষের অবৈধ আনাগোনাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট কারবারের জাল বিস্তৃত হইয়াছে। সীমান্ত প্রহরা রহিয়াছে ঠিকই। কিন্তু সেই প্রহরাকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা (?) যেমন কারবারী-দের আছে, বশীকরণের সম্মোহনীতে সম্মোহিত হইবার মত দুর্বল মনও তেমনি আছে। সুতরাং কারবারের ফলাও আকার এবং দৈনন্দিন ব্যবসায় অব্যাহত। ইহারই ফল-শ্রুতি একশ্রেণীর (উভয় বাংলারই) মানুষের হাতে অপরিমেয় অর্থাগমন। সুতরাং সেই অর্থ দিয়া বহুবিধ কর্ম অনুকূল বা প্রতিকূল, করিতে মানুষের কোন দ্বিধা নাই। তাই জিনিসপত্র যথেষ্ট অগ্নিমূল্য পাচারের কল্যাণে, লোকদেখান হিসাবে যদি বা 'স্মাগলার' আখ্যা দিয়া কখনও কখনও বমাল মানুষ ধরা হয়, অজ্ঞাত কারণে তাহার মুক্তিলাভও ঘটে; কারবার পুরাদমে চলে।

এমন ক্রিয়াকলাপের একটি বিষময় ফল এই হইয়াছে যে, সীমান্ত অঞ্চলে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র আজ যথেষ্ট সুলভ। প্রকাশ্যভাবে এইসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার যে হয় না, এমন নহে। অবৈধ মালপাচারে দেশের সার্বিক স্বার্থ ক্ষুন্ন না হইয়া পারে না, ইহা ভাবিবার সময় বুঝি আজও আসে নাই? ওপার বাংলার লোক এপার বাংলায় ইচ্ছামত নানা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়া থাকে, তাহা দেখাও দরকার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

বিদ্যুৎ সংযোগ বাতিল প্রসঙ্গে

আপনার সম্পাদিত ৭৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা গত ইং ২৫-১-৮৯ তারিখের প্রকাশিত 'বিদ্যুৎ ব্যবহারের দুর্নীতি সন্দেহে সংযোগ বাতিল' শীর্ষক শিরোনামের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক। সংবাদে প্রকাশিত মত "হাস্কিং মেসিন পুরোদমে চললেও প্রতি মাসে তার বিদ্যুতের খরচের হিসাব যৎসামান্য দেখা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্দেহ হওয়ায় তিনি মিটারটি পালটিয়ে নতুন মিটার লাগিয়ে দেন। কিন্তু ২/৪ দিন মধ্যে মিটারটি সন্দেহজনক ভাবে পুড়ে যায়। পুন-রায় মিটার লাগিয়ে তাঁকে সাবধান করা হয়।" "এ সংবাদ টুকু সম্পূর্ণ অসত্য। কেন না ৪০ ঘোড়া মোটরে হাস্কিং মেসিন চালাতে যে শক্তির মিটার প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম শক্তি সম্পন্ন মিটার বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ লাগিয়ে দেন—যা বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতারই পরিচয়। ফলে কমশক্তি সম্পন্ন মিটার পুড়ে যায়। তাই সন্দেহজনক ভাবে পুড়ে যাওয়ার কথাটি অর্থহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সংবাদে আরও প্রকাশ, "বহরমপুরের ডিভি-শন্যাল ইঞ্জিনিয়ার গোপনে সংবাদ নিয়ে জানতে পারেন উক্ত হাস্কিং মিলের মালিক মেন লাইন থেকে হুক দিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করে মিল চালাচ্ছেন।" এ সংবাদটিরও কোন সত্যতা নেই। কেননা পরের লাইনে আরও বলা হয়েছে 'ডি, ই খবর পেয়ে হঠাৎ মিল চলাকালীন হাজির হয়ে দেখেন মোটরের হর্স পাওয়ার অনুযায়ী মিটার চলছে না" তাতে এটাই প্রমাণিত হয়—মিটার যখন বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ দেখে শুনে বসান এবং তারাই যখন 'ঠিক-ভুল' বলে দেবার অথারিটি তখন মিটার ত্রুটিযুক্ত কিনা এ বিচার করার দায়িত্ব বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের, মিল মালিকের নয়। সে কারণে কেন এবং কিভাবে মালিক বিদ্যুৎ চুরি করলেন তার বিশদ বিবরণ না দিয়ে সংবাদ দেওয়া হয়েছে? আমার মাসিক বিদ্যুৎ বিল জানুয়ারী, ১৯৮৯ পরিশোধ আছে। মার নম্বর ০৪৪৩৭৯ তাং ৬-২-৮৯। সে কারণে টাকা ফাঁকি দেওয়ার কথা অবান্তর, অসংগত।

শ্রীশিবশংকর রায়
জরুর

[সংবাদে প্রকাশিত মিটার কম ওঠা, পুড়ে যাওয়া বা পালটিয়ে দেওয়া সব কটিই সত্য ঘটনা বলে পত্রলেখক নিজে স্বীকার করেছেন তদুপরি তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে প্রতিবাদ না করায় সেটিও যে অসত্য নয় তা প্রমাণিত হয়। টাকা ফাঁকি দেওয়ার ঘটনায় পত্রলেখক বলেছেন তিনি বিদ্যুৎ বিল জানুয়ারী '৮৯ পর্যন্ত শোধ করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ছিল যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ মিটারে উঠা উচিত তা না ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির কথা পত্রলেখক তাঁর পত্রে উল্লেখ করে তাঁদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ী যিনিই হোন না কেন আমাদের সংবাদ যে অসত্য নয় তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যেই রয়েছে। —সঃ জঃ সঃ]

সন্তান—পুত্র না কন্যা?

সাধন দাস

সৃষ্টির আদিতে প্রথম পুরুষ ও নারী—আদম ও ইভ। তারপর যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে এই একই ধারার অনুবর্তন। পুরুষ ও প্রকৃতি—একদিকে কঠিন, আরেকদিকে কোমল, একদিকে শক্তি, আরেকদিকে সুন্দর। বিধাতার অপূর্ব অনুপম সৃষ্টি। পুরুষ যেন স্তব্ধগম্ভীর হিমালয়, নারী তারই পাশাপাশি কলস্বরা গঙ্গা। একটি ছাড়া আরেকটি অর্থহীন, অসম্পূর্ণ। একটিকে বাদ দিলে সৃষ্টিও হবে স্তব্ধ, নতুন প্রজন্ম দাঁড়াবে থমকে। সৃষ্টির ধারাকে সঞ্জীবিত রাখতে প্রকৃতির নিয়মেই তাই নারী পুরুষের সমতা রয়েছে যুগ যুগ ধরে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানমদমত্ত উদ্ধত মানুষ আজ সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। গর্ভস্থ ভ্রূণ কন্যা হলে গর্ভেই গলা টিপে মারতে তার এতটুকু হাত কাঁপে না!

(৩য় পৃষ্ঠায়)

পরলোকে এস ইউ সি আই সংগঠক সিদ্দিক হোসেন

ধুলিয়ান : গত ১২ ফেব্রুয়ারী সমসেরগঞ্জ-ফরাক্কা এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমঃ সিদ্দিক হোসেন পরলোক-গমন করেন। গত ১৯৬২ সালে তিনি জননেতা অচিন্ত্য সিংহের সান্নিধ্যে আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এস ইউ সি আই পার্টিকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক বলিষ্ঠতায় শোষিত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত মানুষ চেতনা ফিরে পায়। মানবতার লাঞ্ছনা, মানবতার সেখানে হীন অবমাননা, কমঃ সিদ্দিক হোসেন সেখানেই প্রতিবাদী। অমায়িক, সহৃদয় ও সদালাপী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বত্র। মৃত্যুকালে দুটি কন্যা এবং তিনটি নাবালক পুত্র রেখে গেছেন। জেলা কমিটির সদস্য ছাড়াও বহু শ্রমিক সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

সন্তান—পুত্র না কন্যা

(১ম পাতার পর)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নারীর ভূমিকাকে কেউ কি পারি অস্বীকার করতে? পেরেছি কোনদিন? এককালে যুদ্ধের সাজে পুরুষদের সাজিয়ে দিত নারীরাই, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে পুরুষরা সান্ত্বনার সুধাপান করে তৃপ্ত হত নারীদের কোমল স্নেহের আশ্রয়েই। আমরা কি ভুলে গেছি— যার গর্ভে আমরা দশমাস দশদিন ধরে পুষ্ট হলাম, যার স্নেহ ভালোবাসার ছায়ায় আমরা বড় হয়ে উঠেছি, অপমানে-লাঞ্ছনায় রক্তিম হৃদয় যার আঁচলের তলায় শান্তি খোঁজে, সেই 'মা' একজন 'নারী', যাকে আমরা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে বন্দনা করি। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত আত্মা নারীর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। নারী না হলে রান্নাঘরে তালা ঝুলতো। অফিস থেকে ফিরেই হোক বা সারাদিন চাষের খাটুনির পর ক্ষেত থেকে ফিরেই হোক, যার কাছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় বা এক পেয়ালা গরম চা প্রত্যাশা করি— সে নারী। উৎসব অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে কে? —নারী। প্রধান অথিতির গলায় মালা পরাবে কে? —নারী। সেফটি রেজার বা সিগারেটের বিজ্ঞাপনেও কাকে চাই? —নারী। প্রাচীন ভারতের অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আপন মহিমায় ভাস্বর— সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী! নারীহীন গৃহ যে লক্ষ্মীছাড়া। কাব্যসাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে কবিরা নারীর বন্দনায় মুখর হয়েছেন। আধুনিক বস্তুবাদী যুগেও কঙ্কা, বনলতা, মালতী, নীরা-রা 'নারী'।

সেই নারীর পৃথিবীতে আগমন লগ্নটি কেন এমন বিষাদ বিধুর আজ? 'মেয়ে' হয়েছে শুনলেই কেন বাবা-মা আত্মীয় স্বজনদের মুখে নেমে আসে অকাল মেঘের ছায়া? উৎসবের আড়ম্বর কেন স্তিমিত হয়ে পড়ে? কেন অনেক বাড়িতে নমো নমো দায়সারা করে শেষ করা হয় মেয়ের অন্নপ্রাশন পর্ব? কেন মাছের মাথার পুরোটাই দেওয়া হয় ছেলের পাতায়?

আজকের দিনে এই 'কেন'র একটাই—'বিবাহ সমস্যা'! মেয়ে হয়েছে শুনলেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়, খরচের খাতায় মুহূর্তে লেখা হয়ে যায় আপন আপন ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী বিশ, পঁচিশ. পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিম্বা তারও বেশী। ঘর শূন্য করে তো পোড়াকপালী যাবেই, যাবার সময় বাপের বুকের আধখানা পাঁজর খসিয়ে দিয়ে যাবে। তারপরেও কি শান্তি আছে ছাই!

কিন্তু পণপ্রথা তো একটা সামাজিক ব্যাধির। মানুষের ব্যাধি যেমন সাময়িক, সমাজের ব্যাধিও তেমনি সাময়িক। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগেরও একদিন নিরাময় হবে, তখন পুত্রের মতো কন্যাও জন্মলগ্ন থেকে সমান আদরণীয় হয়ে উঠবে। সেই শুভক্ষণ সমাগত হোক!

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে স্বেচ্ছা শ্রম গ্রহণ

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের অর্থ, শ্রম প্রভৃতি দেওয়ার যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পটির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে যে, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ রবিবার থেকে প্রতিরবিবার আপাততঃ ১০০ (একশত) জনের একটি দলের স্বেচ্ছা শ্রম গ্রহণ করা হবে।

যেসব সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁদের সরাসরি সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ, পোঃ সিউড়ি, জেলা বীরভূমের কাছে পত্র দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশ করে যোগাযোগ করতে হবে। ঐ পত্রের ভিত্তিতে সংস্থাগুলিকে তাঁদের শ্রম দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন জেলা পরিষদ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 101(23) Inf. M/Advt. Date 9-2-89

Quotation Notice

Empty containers will be sold by the undersigned. So quotations are invited from willing persons by the undersigned on or before 6-3-89. Details regarding quotation notice is available at our office notice board.

Child Dev. Project Officer
Suti-1, ICDS Project
Ahiron MSD.

বাস্তু জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে হাসপাতাল হইতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক যাওয়ার পথে প্রফেসার অনিল চৌধুরীর বাড়ির নিকট পিচ রাস্তার উপর ১০ শতক বাস্তুজমি বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ করুন—

১। অধ্যাপক অনিল চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ

২। অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল, মির্জাপুর

কানুপুর নবজাগরণ ক্লাব

লটারীর ফলাফল

(১৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত)

টিভি : 7086, রেডিও : 10782, সাইকেল : 23914, ঘড়ি : 12276, বালতি : 12926, 20987. 10807, 1564, থালা : 17893, 6866, 18364, 1606, ব্যাগ : 3727, 12450, 19588. 23456, জাগ : 24717, 2106, 7168, 9279

(একমাসের মধ্যে পুরস্কারের দাবী জানাতে হবে)

রঘুনাথগঞ্জে প্রথম

ভারত সরকারাধীন ইউনিট ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

মহঃ গফুর সেখ (এজেণ্ট)
আলের উপর পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) এবং শ্রীধ্রুবকুমার মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালট্যাণ্ট।
C/o. ৺ডাঃ পার্বতীচরণ মুখার্জী
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ

গ্রামীণ সংবাদ

জঙ্গিপুর : গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ছোট-কালিয়ায় স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক মিলন মহোৎসব বি ভি ন্ন

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রমাপতি মণ্ডল—প্রধান শিক্ষক, উদয় রায়—ষ্টাফ কাউন্সিল পক্ষে, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—ছাত্রদের পক্ষে, সুশীল মুখোপাধ্যায়—নিঃ বঃ শিঃ সঃ পক্ষে, মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী—সাঃ বাঃ শিঃ সঃ পক্ষে' অরুণ মুখার্জি—নিঃ বঃ প্রাঃ শিঃ স পক্ষে, পরমেশ পাণ্ডে—পুরসভা, সেবা শিবির ও ব্যবসায়ী সমিতি পক্ষে, জিতেন সাহা—সাঃ বাঃ প্রাঃ শিঃ সঃ পক্ষে, গৌতম ভট্টাচার্য—জ ঙ্গি পু র কলেজ পক্ষে, সত্যনারায়ণ প্রামাণিক—জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় পক্ষে, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি—জঃ কাঃ অফ হেলথ পক্ষে, সুকুমার মিত্র—এসঃ বি আই ষ্টাফ এ্যাঃ পক্ষে, শিবনাথ ঘোষ—রাজা রামমোহন বিদ্যানিকেতন পক্ষে, মুক্তি-পদ দাস—শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয় পক্ষে, জয়রাম দাস ও চিন্ময় ব্যানার্জি—নাগরিক পক্ষে, রথীন্দ্রনাথ সিংহ রায়—এমঃ টিঃ ইঃ এঃ পক্ষে, ধ রেশ্বর চক্রবর্তী—বাড়ালা উচ্চ বিদ্যালয় পক্ষে, ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জি—বিবেকানন্দ ক্লাব পক্ষে, স্বপন মৈত্র—জোতকমল বিদ্যালয় পক্ষে, পার্থসারথি দে—অ গ্নি ফৌ জ পক্ষে, বেণুপদ সাহা—রঘুঃ প্রাঃ বিদ্যা-লয় পক্ষে, রাজনারায়ণ মুখার্জি—জঙ্গিঃ কলেজ ছাঃ সঃ পক্ষে, রামচন্দ্র চৌধুরী—নিমগ্রাম স্কুল পক্ষে, শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী—গোবিন্দপুর স্কুল পক্ষে, শুভ্রজিৎ ধর—ইয়ুথ ক্লাব পক্ষে, শ্রীধরনারায়ণ দে—মডেল স্কুল, শিবরাম অধিকারী—সার্বজনীনতলা, অতনু ঘোষাল—তড়িৎ সঙ্ঘ, সোমনাথ চ্যাটার্জি—চৈতক, গৌতম দত্ত—অঙ্কুর, শ্রীমন্ত ধর—পাকুড়তলা, বলরাম বিশ্বাস—বাস মালিক সঃ, মিলন মুখার্জি—বলাকা নাট্য, সতীনাথ রায়—শিক্ষা সংকোচন বিরোধী এবং স্বাধিকার রক্ষা কমিটি, অশোক রায়—খামরা ভাবকি স্কুল, বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রজতকুমার সরকার, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, পরীক্ষিৎ দাস এবং আরও অনেকে।

গত ১৮-২-৮৯ তারিখ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, ছাত্র ও সুধীজন এক ভাবগম্ভীর স্মরণ সভায় প্রয়াত শরদিন্দুবাবুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ দিন জঙ্গিপুর বার লাই-ব্রেরীতে এ্যাডভোকেটরা এক শোক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রয়াত শিক্ষা-ব্রতীর আত্মার শান্তি ও ঊর্ধগতি কামনা করে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী জাতি গঠনে প্রণবা-নন্দজীর অবদান সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অ নু ষ্ঠা ন শেষে সহস্রাধিক ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ছোটকালিয়ায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পাঠাগারের ময়দানে বেলা দশটায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ননীগোপাল দাস ও প্রধান অতিথি হিন্দু মিলন মন্দিরের ব্রহ্মচারী নগেন্দ্র মহারাজ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

সাগরদিঘি : গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এই থানার বন্যেশ্বর গ্রামে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়কমণ্ডলী পরিচালনায় এক পক্ষকালের ব্রতচারী প্র শি ক্ষ ণ শিবির উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অ তিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শি ক্ষ ক, শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সাগরদীঘি চক্রের অবর পরিদর্শক। বক্তারা ব্রতচারীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন ও সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুখেন চ্যাটার্জির প্রশংসা করেন।

ছিনতাইকারী ধরা পড়লো

সংবাদদাতা : গত ২৮ জানুয়ারী মোটর সাইকেল থামিয়ে ফরাক্কা থানার বল্লালপুর রেল ক্রাশিং এর কাছে যে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে রেল পুলিশ গত ১২ ফেব্রুয়ারী জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃত ব্যক্তির বাড়ী ফরাক্কা থানার জয়রামপুর নাম রিয়াসুদ্দিন। তার কাছ থেকে ২৯,৭০০ টাকা পুলিশ উদ্ধার করে। বাকী টাকার হদিশ এখনো মেলেনি।

ফঃ ব্লকের শোভাযাত্রা

ধুলিয়ান : গত ২৩ জানুয়ারী সকাল ৯টায় নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে সারা ভারত ফঃ ব্লক একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। স্থানীয় ছাগল হাটে সমবেত ১২৮০টি সাইকেল, ২২৭টি রিক্সা, ৯৩টি ঘোড়া ও দুটি ট্যাবলোসহ বিশাল এই শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে বাসুদেবপুর ঘুরে ডাক বাংলোর মাঠে সমবেত হয়। শোভাযাত্রা বৃহৎ হওয়ার ফলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ডাক বাংলো ময়দানে সভায় জেলা সম্পাদিকা প্রাক্তন বিধায়ক ছায়া ঘোষ ও রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত রায় ৫০০০ টাকা শহীদ নবকুমার সরকারের বিধবা পত্নীর হাতে তুলে দেন।

জেলা বিজ্ঞান মেলা

অরঙ্গাবাদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ অধিকারের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলা যুব দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিড়লা শিল্প কারিগরী সংগ্রহশালার সহযোগিতায় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারী হতে ৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেলা বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টায় মেলার উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক আর, এন, শুক্লা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলা যুব আধিকারিক পৃথ্বীদুলাল ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি ছিলেন সুতি ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। সভানেত্রী পদ অলংকৃত করেন অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দাশগুপ্তা। জেলার ২৯টি বিদ্যালয় ও ১৩টি বিজ্ঞান ক্লাবের মোট ৪২টি মডেল প্রদর্শনীতে স্থান পায়। ৫টি বিদ্যালয় ও ২টি ক্লাবের নির্বাচিত ৭টি শ্রেষ্ঠ মডেল ১২ ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিজ্ঞান মেলায় দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সিমেন্ট একটি যাতে আছে স্টীলের শক্তি

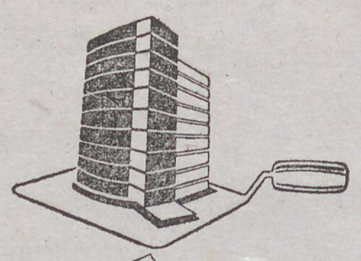

দুর্গাপুর সিমেন্ট

একটি বিড়লা প্রতিষ্ঠান

ফ্যাক্টরী : দুর্গাপুর-৭১৩২০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
কলকাতা অফিস : বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

DPS/DC 885

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি এল এণ্ড টি সমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু: ১৬৬

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।

যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপাত চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।